তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ‘জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ এর সম্পর্কে সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের জন্য খসড়া অধ্যাদেশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। খসড়া অধ্যাদেশ এর বিষয়ে আগামী ০২/১০/২০২৫ তারিখের মধ্যে মতামত slzf07@gmail.com অথবা Irf.sec@ictd.gov.bd ঠিকানায় ই-মেইল যোগে অথবা সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বরাবর পত্রযোগে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মতামত পাঠানোর ঠিকানা:

slzf07@gmail.com

Irf.sec@ictd.gov.bd

<u>Uneditted first draft (10.09.25)</u>

জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫

(২০২৫ সনের ** নং অধ্যাদেশ)

ব্যক্তিগত উপাত্ত স্বেচ্ছায় প্রক্রিয়াকরণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা, উদ্দেশ্যের নিরিখে উক্ত উপাত্তের আইন সম্মত ব্যবহার, ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া উহার মজুদ, সংরক্ষণ, স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যসম্পাদনে ও দায়িত্ব পালনে আইনি বিধানের লঙ্ঘন বা বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিকার, এবং সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাঝে আইনানুগভাবে ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্ত পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে আন্তঃপরিচালন নিশ্চিতকরণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু ব্যক্তিগত উপাত্ত স্বেচ্ছায় প্রক্রিয়াকরণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা, উদ্দেশ্যের নিরিখে উক্ত উপাত্তের আইন সম্মত ব্যবহার, ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া উহার মজুদ, সংরক্ষণ, স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যসম্পাদনে ও দায়িত্ব পালনে আইনি বিধানের লঙ্ঘন বা বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিকার, এবং সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাঝে আইনানুগভাবে ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্ত পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে আন্তঃপরিচালন নিশ্চিতকরণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক বিষয়াদি

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রযোজ্যতা**।- (১) এই অধ্যাদেশ জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ, সমগ্র বাংলাদেশে, এবং বাংলাদেশের বা অন্য কোনো আইনি সত্তার মালিকানাধীন যে কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ বা কৃত্রিম উপগ্রহের পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত থাকিলে, প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর পরিধিভুক্ত যেকোন বিষয় বা বিধানের প্রয়োগ এই অধ্যাদেশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত ব্যক্তিগত উপাত্তের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধিতে সৃষ্ট ও রক্ষিত ব্যক্তিগত অন্য যেকোন উপাত্ত বা তথ্য একাধিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাঝে পারস্পরিক সমাঝোতার ভিত্তিতে উদ্দেশ্যের নিরিখে আইন সম্মতভাবে আন্তঃপরিচালন (interoperability) এবং সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(১) “অধ্যাদেশ” অর্থ এই অধ্যাদেশ;

(২) “অন্টোলজি ও ভোকাবুলারি” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ন্ত্রিত পরিভাষা ও ডেটা ক্লাস, যাহা অভিন্ন অর্থ নিশ্চিত করে (যেমন, “নাগরিক”, “ঠিকানা”);

(৩) “আন্তঃপরিচালন (Interoperability)” অর্থ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন তথ্য-ব্যবস্থা ও সেবার মধ্যে এমন একটি সমন্বয়মূলকসক্ষমতা, যাহার মাধ্যমে উপাত্ত ও সেবা প্রযুক্তিগত(Technological), অর্থগত (Semantic), আইনি (Legal) ও সাংগঠনিক (Organizational) স্তরে নিরাপদ, প্রমিত ও অর্থপূর্ণভাবে বিনিময় ও ব্যবহারযোগ্য হয় এবং জনসেবামূলক উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন ব্যবস্থাপনার অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সমন্বিত, দক্ষ ও আইনসম্মতভাবে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য;

(৪) “ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন)-এ সংজ্ঞায়িত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর;

(৫) “উপাত্তধারী” অর্থ কোনো জীবিত ব্যক্তি (স্বাভাবিক ব্যক্তি), যাহার ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়;

(৬) “উপাত্ত লঙ্ঘন (Data Breach)” বলতে বুঝায় উপাত্তে অননুমোদিত প্রবেশ, প্রকাশ, পরিবর্তন বা ধ্বংস;

(৭) “উপাত্ত সাইলো” বলতে বুঝায় বিচ্ছিন্ন উপাত্ত সংরক্ষণাগার, যাহা ইন্টারঅপারেবিলিটিকে বাধাগ্রস্ত করে।

(৮) “এপিআই (অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস)” অর্থ একটি মান পদ্ধতি, যাহা দ্বারা এক বা একাধিক সফটওয়্যারের উপাদানসমূহ উপাত্ত আদানপ্রদান বা প্রক্রিয়াকরণ করিতে পারে;

(৯) “এপ্লিকেশন” অর্থ এমন কোনো ধরনের নির্দেশনা বা নির্দেশনার সমষ্টি যাহা কোনো কম্পিউটার সিস্টেমে পরিচালনা করা হইলে উক্ত সিস্টেম কম্পিউটারের কার্যসমূহ পরিচালনা করে, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের সিস্টেমে কার্যকর অপসারণযোগ্য মাধ্যমসমূহ দ্বারা সম্পন্ন নির্দেশাবলিসহ কম্পিউটারের সিস্টেমের ডাটাবেস-প্রোগ্রাম, ওয়ার্ড প্রসেসর, ওয়েব ব্রাউজার, স্প্রেডশিট, উন্নয়ন সরঞ্জাম, অঙ্কন, রং, ইহার ইমেজ এডিটিং প্রোগ্রাম, যোগাযোগ প্রোগ্রাম, ইত্যাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) “এসআইইএম” অর্থ রিয়েল-টাইম হুমকি শনাক্তকরণ এবং লগ বিশ্লেষণের জন্য সিকিউরিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম;

(১১) “এসওএআর” অর্থ স্বয়ংক্রিয় ঘটনা পরিচালনার জন্য সিকিউরিটি অর্কেস্ট্রেশন, অটোমেশন অ্যান্ড রেসপন্স সিস্টেম;

(১২) “কর্তৃপক্ষ (Authority)” অর্থ জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (অধ্যাদেশ নং·········, ২০২৫) এর ধারা ... এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন কর্তৃপক্ষ;

(১৩) “কনটেন্ট উপাত্ত” অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমের মেমোরীতে সংরক্ষিত কোনো তথ্য;

(১৪) “কম্পিউটার” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(১৩) এ সংজ্ঞায়িত কম্পিউটার;

(১৫) “কম্পিউটার কাউন্সিল” অর্থ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ৯ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল;

(১৬) “কম্পিউটার উপাত্ত” অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমে প্রক্রিয়াকরণের উপযুক্ত বিন্যাসে (form) কোনো বিষয়বস্তু, তথ্য বা ধারণা উপস্থাপন, এবং কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য কম্পিউটার সিস্টেমের উপযুক্ত কোনো প্রোগ্রামও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) “কম্পিউটার নেটওয়ার্ক” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(১৪) এ সংজ্ঞায়িত “কম্পিউটার নেটওয়ার্ক”;

(১৮) “কম্পিউটার প্রোগ্রাম” অর্থ এমন ধরনের সফটওয়ার বা প্রোগ্রাম বা নির্দেশনার সমষ্টি যাহা একটি নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য কম্পিউটারে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করা হয়;

(১৯) “কম্পিউটার ভাইরাস” অর্থ এমন কম্পিউটার নির্দেশ, তথ্য, উপাত্ত বা প্রোগ্রাম, যাহা-

(অ) কোনো কম্পিউটার সম্পাদিত কার্যকে বিনাস, ক্ষতি বা ক্ষুণ্ন করে বা উহার কার্যসম্পাদনের দক্ষতায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে; বা

(আ) নিজেকে অন্য কোনো কম্পিউটারের সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্ত কম্পিউটারের কোনো প্রোগ্রাম, উপাত্ত বা নির্দেশ কার্যকর করিবার বা কোনো ক্রিয়া সম্পাদনের সময় নিজেই ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং উহার মাধ্যমে উক্ত কম্পিউটার কোনো ঘটনা ঘটায়;

(২০) “কম্পিউটার প্রোগ্রাম” অর্থ এমন ধরনের সফটওয়ার বা প্রোগ্রাম বা নির্দেশনার সমষ্টি যাহা একটি নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য কম্পিউটারে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করা হয়;

(২১) “কম্পিউটার সিস্টেম” অর্থ এক বা একাধিক পারস্পরিক সংযুক্ত ডিভাইস যাহা কোনো প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিয়া অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ বা রেকর্ড করে;

(২২) “কম্পিউটার দূষণ” অর্থ এমন ধরনের কম্পিউটার নির্দেশনা যাহা নিম্নবর্ণিত কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়-

(অ) কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে রক্ষিত কোনো রেকর্ড, উপাত্ত বা প্রোগ্রামের প্রেরণ বা সঞ্চারণ কার্যের পরিবর্তন বা বিনাশ সাধন করা;

(আ) যেকোনো উপায়ে কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা;

(২৩) “গুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্য” অর্থ জাতীয় নিরাপত্তা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, অবকাঠামো বা জনস্বার্থের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংবেদনশীল বা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধকৃত যেকোনো তথ্য;

(২৪) “চিফ তথ্য কর্মকর্তা (সিডিও)” অর্থ প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সরকারি মালিকানাধীন সংস্থায় নিযুক্ত একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যিনি এনডিজিআইসি/এ-এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং বিএনডিআইএ পরিপালনের জন্য দায়ী;

(২৫) “ছদ্মনামীকরণ” অর্থ ব্যক্তিগত উপাত্ত এমনভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা, যাহাতে অতিরিক্ত ও পৃথকভাবে সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহার ব্যতীত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আর তথ্যের সাথে সম্পর্কিত করা যায় না;

(২৬) "জিরো-ট্রাস্ট আর্কিটেকচার (Zero-Trust Architecture)" অর্থ একটি নিরাপত্তা মডেল, যেখানে প্রতিটি উপাত্ত, ব্যবহারকারী, ডিভাইস বা সেবা-সংক্রান্ত অনুরোধ উৎপত্তি নির্বিশেষে সন্দেহমুক্ত ধরা হয় না; বরং পূর্বনির্ধারিত নিরাপত্তা নীতি ও নিয়মাবলি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেকটি অনুরোধের পরিচয় যাচাই, অনুমোদন ও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অধিকার প্রদানের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়, যাহার মাধ্যমে উপাত্ত ও সেবার সার্বিক গোপনীয়তা, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত থাকে;

(২৭) "টোকেন" অর্থ একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে সুরক্ষিত, সময়-সীমাযুক্ত প্রমাণপত্র, যা এপিআই অ্যাক্সেসের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে

(২৮) "তথ্য (উপাত্ত)" অর্থ ইলেকট্রনিক, অডিও, ভিজ্যুয়াল, লিখিত বা অন্য কোনো ডিজিটাল আকারে সংরক্ষিত যেকোনো তথ্য, রেকর্ড বা লগ;

(২৯) "তথ্য জিম্মাদার" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা, যাহারা আইনানুগ কর্তৃপক্ষের অধীন ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে;

(৩০) "তথ্য পুনঃব্যবহার চুক্তি (ডিআরএ)" অর্থ এনডিজিআইএ কর্তৃক নির্ধারিত মডেলে প্রণীত একটি দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক লিখিত চুক্তি, যাহা উপাত্তর শ্রেণি, পরিসর, মেয়াদ ও দায়িত্বসমূহ নির্দিষ্ট করে;

(৩১) "তথ্য প্রক্রিয়াকারী" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা, যাহারা একজন জিম্মাদারের পক্ষে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে;

(৩২) "তথ্য ব্রোকার" অর্থ একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী সংস্থা যাহা নির্দিষ্ট সেবার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ, রূপান্তর বা সরবরাহ করে। এনডিজিআইসি-এর কিছু উপাত্ত ব্রোকার দায়িত্ব থাকিবে;

(৩৩) "ন্যাশনাল রেসপন্সিবল উপাত্ত এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম (এনআরডিইএক্স)" অর্থ একটি সুরক্ষিত এপিআই ভিত্তিক স্তর, যাহা সংস্থা ও সেবাসমূহের মধ্যে উদ্দেশ্য-ভিত্তিক উপাত্ত প্রবাহকে সক্ষম করে;

(৩৪) "ব্যক্তি" অর্থ-

(অ) উপাত্তধারীর ক্ষেত্রে, যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি; বা

(আ) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর ক্ষেত্রে, কোনো আইনগত ব্যক্তিসত্তা;

(৩৫) "ব্যক্তিগত উপাত্ত" অর্থ কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করে এমন যেকোনো তথ্য;

(৩৬) "ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা" বলিতে বুঝায় পূর্বনির্ধারিত প্রোটোকলসমূহ, যাহা বিঘ্নের সময় উপাত্ত এবং সেবা পরিচালনা বজায় রাখে।

(৩৭) "বাংলাদেশ জাতীয় উপাত্ত ও আন্তঃপরিবাহিতা আর্কিটেকচার (বিএনডিআইএ)" অর্থ সরকার অনুমোদিত রেফারেন্স আর্কিটেকচার, যাহা জাতীয় আন্তঃপরিবাহিতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, এবং ফিজিক্যাল লেয়ার ও সফটওয়্যার উভয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৮) "বেনামীকরণ" অর্থ এমন একটি অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া, যাহা ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য উপাদানগুলো সরাইয়া দেয় বা এমনভাবে রূপান্তর করে যে পুনঃশনাক্তকরণ সম্ভব হয় না;

(৩৯) "মেটাডেটা রেজিস্ট্রি" অর্থ একটি কেন্দ্রীয় ভান্ডার, যাহা একটি আদর্শ বিন্যাসে উপাত্ত সেট, কাঠামো এবং ব্যবহারের শর্তাবলী বর্ণনা করে;

(৪০) “মাস্টার উপাত্ত” বলিতে বুঝায় প্রামানিক, পুনঃব্যবহারযোগ্য মূল রেকর্ড—যেমন ব্যক্তি, ঠিকানা বা পণ্য—যা একক সত্যের উৎস হিসেবে কাজ করে।

(৪১) “সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত” অর্থ স্বাস্থ্য, বায়োমেট্রিক, জেনেটিক, আর্থিক, শিশু বা জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যক্তিগত উপাত্ত;

(৪২) “সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ)” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন)-এ সংজ্ঞায়িত সার্টিফিকেট ইস্যুয়িং কাউন্সিল;

(৪৩) “সম্মতি” অর্থ স্বেচ্ছায় প্রদত্ত, সুনির্দিষ্ট, অবহিত এবং দ্ব্যর্থহীন কোনো সম্মতি, যাহার মাধ্যমে একজন উপাত্তধারী তাহার ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে সম্মত হন;

(৪৪) “সাংকেতিকরণ (Encryption)” অর্থ কোনো উপাত্ত বা যোগাযোগকে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন (standard) ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম ও এক বা একাধিক ক্রিপ্টোগ্রাফিক কি (key) ব্যবহার করিয়া এমন রূপে রূপান্তর করাকে বুঝাইবে, যাহাতে উপযুক্ত কি ব্যতীত উক্ত উপাত্ত বোধ্য বা পুনর্গঠনযোগ্য না থাকে; এবং কেবল অনুমোদিত পক্ষসমূহই উহা বিসাংকেতিকরণ (Decryption) করিয়া অখণ্ডতা বা প্রামাণিকতা যাচাই অথবা মূল উপাত্তে প্রবেশাধিকার (Access)।

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।– এই অধ্যাদেশ ও ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের .... নং অধ্যাদেশ)-এর বিধানাবলি পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তিমূলক (mutually inclusive) হইবে, এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। অধ্যাদেশের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ।— এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এবং আদালতের অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরীবিক্ষণ ও নীতি নির্ধারণি বোর্ড

৫। নীতি নির্ধারণি বোর্ড।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টাকে চেয়ারম্যান করিয়া নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি নীতি নির্ধারণি বোর্ড থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রধানমন্ত্রী / প্রধান উপদেষ্টা, চেয়ারম্যান;

(খ) অর্থমন্ত্রী / অর্থ উপদেষ্টা, সদস্য;

(গ) মন্ত্রী/ উপদেষ্টা, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সদস্য;

(ঘ) মন্ত্রী/ উপদেষ্টা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সদস্য;

(ঙ) মন্ত্রী/ উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সদস্য;

(চ) মন্ত্রী/ উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সদস্য;

(ছ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, সদস্য;

(জ) সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সদস্য;

(ঝ) মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সদস্য;

(ঞ) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সদস্য;

(ট) নির্বাহী চেয়ারম্যান, সদস্য;

(ঠ) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সদস্য;

(ড) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সদস্য;

(ঢ) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সদস্য

(ণ) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, সদস্য;

(ত) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;

(থ) ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, সদস্য;

(দ) মহাপরিচালক, সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল, সদস্য;

(ধ) সভাপতি, এফবিসিসিআই (FBCCI), সদস্য;

(ন) সভাপতি, এমসিসিআই (MCCI), সদস্য;

(প) সভাপতি, এফআইসিসিআই (FICCI), সদস্য;

(ফ) তথ্য-প্রযুক্তি, আন্তঃপরিচালন, ডেটা সায়েন্স, নাগরিক অধিকার বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্র হইতে ১ জন করিয়া সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন সদস্য, যাহার মধ্যে অন্তত একজন হইবেন মহিলা; এবং

(ব) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ বা মানবাধিকার সম্পর্কিত সংগঠন, সদস্য।

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের কার্যসম্পাদনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর (ফ) ও (ব) এর অধীন মনোনীত কোনো ব্যক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে তাহাকে বিধিতে নির্ধারিত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রদর্শিত কারণ উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে সরকার তাহাকে তাহার সদস্যপদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং তদস্থলে অন্য একজন সদস্য মনোনীত করিবে।

৬। নীতি নির্ধারণি বোর্ডের সভা। - (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) বোর্ডের সকল সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে।

(৩) প্রধান উপদেষ্টা/প্রধানমন্ত্রী বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তিনি যেই সদস্যকে মনোনীত করিবেন, সেই সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) বোর্ডের সভার কোনো আলোচ্যসূচিতে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের সুবিধার্থে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাইবে, তবে এইরূপ আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞের ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৭) প্রতি ৬ মাসে বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

৭। জরুরী পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা/প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।– এই অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত বা সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো বিষয়ে জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং উহা তাৎক্ষণিক সমাধানকল্পে প্রধান উপদেষ্টা/ প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় কিংবা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ও গঠন, ইত্যাদি

৮। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।– (১) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা **অধ্যাদেশের** বিধানাবলি বাস্তবায়ন এবং এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৯। কর্তৃপক্ষ গঠন।– (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও নিম্নবর্ণিত ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে:-

(ক) সদস্য ও প্রধান, **ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা উইং;**

(খ) সদস্য ও প্রধান, **প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচার ও মাননির্ধারণ উইং;**

(গ) সদস্য ও প্রধান, **আইনানুগ অনুবর্তিতা (Compliance) ও প্রয়োগ(Enforcement) উইং; এবং**

(ঘ) সদস্য ও প্রধান, **সমন্বয় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা উইং।**

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত যেকোনো সদস্য তাহার উইংয়ের প্রধান হিসেবে কর্তব্যরত থাকিবেন এবং উক্ত উইংয়ে সম্পাদিত কর্মের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার দায়বদ্ধতা থাকিবে।

(৩) সদস্যগণের কর্মপরিধি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত কর্মপরিধিভুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনে সদস্যগণ প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অধ্যাদেশ বা প্রবিধানের বিধান অনুসরণে পরিচালিত হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো সদস্যের কর্মপরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া উইংয়ের বিভাজন করা হইয়াছে, উহার প্রাসঙ্গিকতার প্রতিফলন উক্ত প্রবিধানে দৃশ্যমান হইতে হইবে।

(৫) কর্মবণ্টন ও দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সদস্যগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্জিত অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা ও সততা প্রাধান্য পাইবে।

১০। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।– (১) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং সদস্যপদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীগণের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে- প্রার্থীর ডেটা সায়েন্স বা সমতুল্য অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও বৃহৎ পরিসরে ডিজিটাল গভর্ন্যান্স, ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা সমতুল্য উদীয়মান ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের প্রদর্শনযোগ্য অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ১৫ বৎসরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে; এবং এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার, ডেটা গভর্ন্যান্স, সাইবার নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, অথবা আন্তর্জাতিক ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক—এই ডোমেইনগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা থাকিতে হইবে;

(খ) সদস্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে- প্রার্থীর উইংয়ের কার্যাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনযোগ্য কর্ম-অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ১০ বৎসরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপি হিসাবে ঘোষিত হন;

(গ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া অথবা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন ২ বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ বৎসর সময় অতিক্রান্ত না হয়; এবং

(ঙ) চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নিয়োজিত থাকাকালীন তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথানিয়মে তাহার নিয়োগের অবসান ঘটে।

(৩) সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ চেয়ারম্যান বা সদস্যপদের জন্য, এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, তাহাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন, তবে নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হইলে উক্ত ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র সরকারি চাকুরির অবসান ঘটাইয়া উক্ত পদে যোগদান করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত কোনো কিছুতে ব্যবসায়িক স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নিয়োগের যোগ্য হইবেন না।

(৫) চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর তিনি নিজ নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এই অধ্যাদেশের পরিধিভুক্ত খাতে ব্যবসায়িক স্বার্থে জড়িত হইতে পারিবেন না এবং চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির পূর্বে এই ধারার বিধানাবলির সহিত তাহার যোগ্যতার অসামঞ্জস্যতা না থাকা সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বা সরকারের নিকট জমা প্রদান করিবেন।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগের অবসান।– কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর যে কোনো সময় যদি উদঘাটিত হয় যে, চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য পদে নিয়োগ লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বা দায়িত্ব পালনকালে নৈতিক স্খলন বা ক্ষমতার অপব্যবহারে অর্থলাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে বহাল থাকিবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সদস্যের চাকুরির অবসান ঘটাইতে পারিবে।

১২। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ ও মেয়াদ।- (১) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ডিজিটাল নিরাপত্তা, ··················জনসেবা, অর্থনীতি বা আইন বিষয়ে যোগ্যতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত তাহাদের যোগ্যতা ও চাকরির শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ৩ সদস্যের একটি বাছাই কমিটি প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও সনদ যাচাই এবং সাক্ষাতকার গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত-পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব প্রদান করিবে।

(৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩/4 (তিন/চার) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। [দ্বিতীয় দফায় দায়িত্ব পালনের কোনো বিধান দেয়া হবে কি না]

(৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ ২ মেয়াদের বেশি নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৫) কোনো সদস্য চেয়ারম্যান হিসাবে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ লাভ করিলে তিনি উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে পরবর্তী মেয়াদে নিয়োগ লাভের যোগ্য থাকিবেন না।

(৬) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বোর্ডের সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন, এবং তাহারা এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, কার্য-সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশের অধীন উহার দায়িত্ব পালনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি-নির্দেশনা (policy guidelines) অনুসরণ করিবে।

(৮) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে, বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য অস্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। সদস্য পদে সাময়িক শুন্যতা পূরণ।- কোনও সদস্য মৃত্যুবরণ বা স্বীয় পদ ত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, সরকার উক্ত পদ শুন্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে শুন্য পদে নিয়োগ করিবে।

১৪। সদস্যপদে শূন্যতার কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া।– শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা, বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।– (১) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, পদমর্যাদা, জ্যেষ্ঠতা ও চাকরির অন্যান্য শর্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদমর্যাদা যথাক্রমে সিনিয়র সচিব এবং সচিবের নিম্নে নির্ধারণ করা যাইবে না।

(২) বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা ও চাকরির অন্যান্য শর্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্যের বেতন, ভাতা ও চাকরির অন্যান্য শর্ত, তাহার নিয়োগের পর, এমন তারতম্য করা যাইবে না যাহা তাহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে।

(৪) দেশে-বিদেশে কর্মরত মেধাবী, উদ্ভাবনশীল ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নিয়োগে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তানুযায়ী আর্থিক ভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা যাইবে।

(৫) চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রার্থীগণের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দৃশ্যমান সফলতার (manifested success) অধিকারি ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

১৬। নির্বাহী চেয়ারম্যানের ক্ষমতা।– (১) নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) কর্তৃপক্ষের সদস্যগণের দায়িত্ব পালন ও কর্ম সম্পাদন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ক্ষমতা বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুসরণে নির্বাহী চেয়ারম্যান এইরূপভাবে সম্পাদন করিবেন যাহাতে সদস্যগণের তাহাদের কর্মপরিধিভুক্ত বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাগ্রস্থ না হয়।

(৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা এই অধ্যাদেশ বা উভয় অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি, ও প্রবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। নির্বাহী চেয়ারম্যানের কার্যাবলি।- নির্বাহী চেয়ারম্যান, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং এই অধ্যাদেশে বর্ণিত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি উদ্দেশ্যের নিরিখে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সময়োপযোগি কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১৮। কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।- কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১৯। কর্তৃপক্ষের সভা।- (১) কর্তৃপক্ষ এই ধারার অন্যান্য বিধান এবং উহা কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং কর্তৃপক্ষের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি মাসে কর্তৃপক্ষের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের সভায় কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অন্যূন ২(দুই) সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে গৃহীত হইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষের কোনো সদস্য পদে শূন্যতা থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে আদালতে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

২০। কর্তৃপক্ষের সচিব।- (১) সরকার, যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন দক্ষ কর্মকর্তাকে কর্তৃপক্ষের সচিব নিয়োগ করিবে।

(২) সচিব, চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রবিধানের বিধানাবলি অনুসরণে কর্তৃপক্ষের সভা আহবান এবং অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিবার জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সচিব, চেয়ারম্যান বা সদস্যগণের চাহিদা অনুযায়ী ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোনো আইন দ্বারা কর্তৃপক্ষের উপর আরোপিত যে কোনো কর্ম, এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝে দাপ্তরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) অফিস পরিচালনার সহিত সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় যে কোনো কার্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে বা তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিপালন করিবেন।

২১। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।- (১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রবিধানদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও যোগ্যতা সাপেক্ষে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য কর্মচারী এবং পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে:-

(ক) সরকারে পূর্বানুমতিক্রমে নিয়োগযোগ্য কর্মচারীর সংখ্যা এবং তাহাদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ;

(খ) অনুমোদিত জনবলের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক এককগুলোর (unit) কার্যাবলী নির্ধারণ, এবং কর্মচারীগণকে যথাযথ পদে নিয়োগদান ও বদলী;

(গ) প্রচলিত সরকারী নিয়মাবলী অনুসারে সরকারে পূর্বানুমতিক্রমে পরামর্শকের প্রাপ্য ফিস নির্ধারণ ও পরিশোধ;

(ঘ) কর্মচারীগণকে বরখাস্তকরণসহ তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যবিধ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাহাদের চাকুরীর ব্যাপারে প্রযোজ্য অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণ;

(ঙ) কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনসহ অন্যবিধ স্কীম প্রণয়ন, উহার নিয়ন্ত্রণ এবং এইরূপ তহবিল বা স্কীমে অর্থ যোগান।

(৩) কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, ঐ সকল বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২২। প্রেষণে কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগের সীমাবদ্ধতা।– (১) কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা লগ্নে এবং প্রাথমিক অবস্থায় উহার কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারীকে, তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উহার নিজস্ব জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকিবে এবং উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে যতটা কম সংখ্যক ও সময়ের জন্য কর্মচারী নেওয়া যায় তাহা বিবেচনায় রাখিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও ক্ষমতা

২৩। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি।- (১) কর্তৃপক্ষ, নিম্নবর্ণিত যে কোনো কার্য সম্পাদন করিবে, যথা-

(ক) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ২৫ এ বর্ণিত কার্যাবলিসহ অন্য কোনো বিধানে বর্ণিত সকল কার্য;

(খ) এই অধ্যাদেশ বা দেশে প্রচলিত অন্য কোনো আইন, বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিল, চুক্তি ইত্যাদি দ্বারা অর্পিত যে কোনো কার্য;

(গ) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে ব্যক্তিগত উপাত্তসহ অন্য যে কোনো উপাত্ত উদ্দেশ্যের নিরিখে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আন্তঃপরিচালন ও সমন্বয় সাধন, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ “বাংলাদেশ জাতীয় উপাত্ত ও আন্তঃপরিচালন স্থাপত্য (BNDIA)” ও “জাতীয় দায়িত্বশীল উপাত্ত বিনিময় (NRDEX) প্ল্যাটফর্ম” প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের ধারা ২(২১) এ সংজ্ঞায়িত ন্যাশনাল রেসপন্সিবল উপাত্ত এক্সচেঞ্জ (এনআরডিইএক্স)- প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে কোনো উপাত্ত আদান-প্রদান করিবার পূর্বে, সরবরাহকারী সংস্থা ও—

(ক) সরকার-থেকে-সরকার (G2G) বিনিময়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ; অথবা

(খ) বেসরকারি বা বিদেশি প্রাপকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রাপক—

এর মধ্যে এই ধারা অনুযায়ী বৈধ তথ্য পুনঃব্যবহার চুক্তি (Data Resharing Agreement, ডিআরএ) সম্পাদিত থাকিবে; অন্যথা কোনো উপাত্ত আদান-প্রদান করা যাইবে না।

(৪) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উপাত্ত প্রবাহের নীতিমালা প্রণয়ন ও সমন্বয়, যাহাতে উপাত্ত বিনিময় নিরাপদ ও আইনি কাঠামোর আওতায় অনুষ্ঠিত হয়;

(৫) যেকোনো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মানসম্পন্ন উপাত্ত-ব্যবস্থাপনা, এবং উক্ত প্ল্যাটফর্মসমূহের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা;

(৬) সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহে এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার ও আইটি অবকাঠামোর নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহারের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা এবং উক্ত সংস্থাসমূহে তথ্য-প্রযুক্তি প্রকল্পে বাহ্যিক বিক্রেতা ও পরামর্শক নিয়োগের উপর নীতিগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা;

(৭) উদীয়মান প্রযুক্তি (যেমন ব্লকচেইন) সরকারি তথ্যব্যবস্থায় সংযুক্তকরণের ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন ও বৈধতা যাচাই করা এবং নিরাপত্তা নজরদারি ব্যবস্থার সহিত এ ধরনের সংযোগ স্থাপনের বৈধতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;

(৮) একটি সমন্বিত ইলেকট্রনিক আইডেন্টিফিকেশন ও প্রমাণীকরণ (e-ID) ব্যবস্থা বিকাশ ও তত্ত্বাবধান করা, যাহার মাধ্যমে নাগরিকগণ ডিজিটাল সেবাসমূহে নিরাপদভাবে প্রবেশাধিকার লাভ ও পরিচয় নিশ্চিত করিতে পারেন, এবং NRDEX এর সহিত এই ব্যবস্থার ইন্টারফেসিং নিশ্চিতকরণ, যাহা নাগরিক তথ্য ওয়ালেটের নাগরিক ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করিবে।

(৯) নাগরিক সেবাসমূহের কার্যকারিতা ও সন্তুষ্টি পরিমাপক সূচক প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা, বিভিন্ন ডিজিটাল সেবার গুণগত মান ও নাগরিক সন্তুষ্টির মাত্রা নিয়মিত পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সেবার মান উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে পরামর্শ প্রদান।

(১০) সরকারি কার্যক্রমে দুর্নীতি, অনিয়ম বা অপচয় প্রতিরোধে বিভিন্ন সরকারি তথ্যভান্ডারের উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকি বা অসামঞ্জস্যতা শনাক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিদমন বা তদারকি সংস্থাকে প্রয়োজনীয় তথ্য-সহায়তা প্রদান।

(১১) তথ্যপ্রযুক্তি নিরাপত্তা, উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন বিষয়ে জাতীয় অনুসরণযোগ্যতা (কমপ্লায়েন্স) মানদণ্ড প্রণয়ন এবং সরকারি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেই মানদণ্ড প্রতিপালনের স্তর নিরীক্ষণ ও প্রত্যয়ন (certification)।

(১২) উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের সহায়ক হিসাবে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বা কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যে কোনো কার্যাবলি সম্পাদন।

(১৩) উপরিবর্ণিত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে, কর্তৃপক্ষ উহার উইং সমূহের কার্যাবলি বাস্তবায়ন, সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিবে।

২৪। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।- (১) কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ২৬ এ বর্ণিত যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োজনমাফিক বাস্তবায়ন করিতে দায়বদ্ধ থাকিবে।

(২) ধারা ২৩ এ বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষ আইনানুগ যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

২৫। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বাস্তবায়নে জটিলতা নিরসন।- ধারা ১৬ এ বর্ণিত ক্ষমতার প্রতিফলনে/বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের চাহিত সহায়তা, যাচিত অনুরোধ বা প্রদত্ত নির্দেশ বাস্তবায়নে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অনাগ্রহ বা অবহেলা করিলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টা/প্রধানমন্ত্রী সমীপে তাহার হস্তক্ষেপ কামনায় উপস্থাপন করিবে এবং উক্তরূপে প্রাপ্ত প্রতিকারের মাধ্যমে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইবে।

২৬। অধ্যাদেশের বিধান বাস্তবায়নে জটিলতা নিরসন।- এই আইনের কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর কবিরার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৭। কর্তৃপক্ষের কর্মের স্বাধীনতা।- কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে।

২৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ।— কর্তৃপক্ষ, এই অধ্যাদেশের বিধানে উল্লিখিত উহার উপর অর্পিত যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব লিখিত আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত বা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোনো দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে অর্পন করিতে পারিবে।

২৯। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ বা এই অধ্যাদেশ বা উভয় অধ্যাদেশ বা উহাদের যে কোনোটির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে যে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নির্দেশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের জন্য আইনানুগ গণ্যে বাধ্যকর হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত পরামর্শ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরামর্শ অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে যথানিয়মে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

৩০। কমিটি গঠন।- কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য যে কোনো সদস্য এবং কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব, কার্যাবলি ও সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও অন্যান্যদের দায়িত্বসমূহ ইত্যাদি

৩১। মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার দায়িত্ব।- (১) প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উহার প্রতিষ্ঠানে আন্তঃপরিচালন বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অন্যান্য বিষয়ের সহিত, নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ অবশ্যই পালন করিতে হইবে, যথা-

(ক) এই অধ্যাদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আন্তঃপরিচালনার রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) সরকার কর্তৃক "জাতীয় ডাটাবেইস" **(তফসিলে বর্ণিত: Example, NBR, Election Commission, Bangladesh Bank, BRTA, BBS, Passport, Bebichok)** হিসেবে ঘোষিত সকল তথ্য ভান্ডার বা ডেটাবেজ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে ২ (দুই) মাসের মধ্যে

এনআরডিইএক্স (National Responsible Data Exchange) -এ প্রযুক্তিগতভাবে সংযুক্তকরণ।

(গ) প্রকাশযোগ্য প্রত্যেক ডেটাসেটের জন্য ডেটা এক্সচেঞ্জ রুল অনুমোদন— শ্রেণিকরণ-স্তর, আইনসঙ্গত ভিত্তি, উদ্দেশ্য-কোড ও সংরক্ষণ-প্যারামিটারসহ;

(ঘ) প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচার ও অবকাঠামো উইং-এর জিরো-ট্রাস্ট (Zero-Trust) নিরাপত্তা, টোকেন-প্রমাণীকরণ ও সার্ভিস-লেভেল পরীক্ষাসহ সনদায়ন সম্পন্নকরণ; এবং

(ঙ) নিজ প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল আর্কিটেকচার অনুসারে তথ্য-সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা;

(চ) জাতীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার মানদণ্ড (কর্তৃপক্ষ ঘোষিত) মেনে যে কোনো সফটওয়্যার/ অ্যাপ্লিকেশন/ হার্ডওয়্যার উন্নয়ন/ক্রয়;

(ছ) বাস্তবায়ন কমিটি/টেকনিক্যাল উইং প্রদত্ত নির্দেশ/সিদ্ধান্ত/পরামর্শ সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন;

(জ) ই-সেবা প্রদানে বিএনডিআইএ অনুবর্তিতা এবং সরকারি অ্যাপ্লিকেশন/সিস্টেম/ই-সেবার সহিত আন্তঃপরিচালন নিশ্চিতকরণ;

(ঝ) নিজ প্রতিষ্ঠানের আইসিটি রোডম্যাপ-কে হালনাগাদ বিএনডিআইএ কৌশল-এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ;

(ঞ) রোডম্যাপ ও ডিজিটাল আর্কিটেকচার ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষণ;

(ট) নিজ প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল আর্কিটেকচারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) মানদণ্ড-বহির্ভূত কোনো সফটওয়্যার/অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহৃত থাকিলে, দ্রুততম সময়ে মানদণ্ড-অনুগ করণ সম্পন্ন;

(ড) এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন ও বিএনডিআইএ-ফ্রেমওয়ার্ক পরিপালনে শ্রেষ্ঠ উদ্যোগসমূহ চিহ্নিতকরণ ও উৎসাহ প্রদান; এবং

(ঢ) সকল আন্তঃমন্ত্রণালয়/আন্তঃসংস্থা তথ্যযোগাযোগ, ডিআরএ অনুমোদন ও সরকারি নির্দেশনা এনআরডিইএক্স-এর মাধ্যমে এবং ধারা ২(৪)-এ সংজ্ঞায়িত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন ও বিনিময় করিতে হইবে।

(ণ) এই ধারার সময়সীমা বা মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থতা "গুরুতর লঙ্ঘন" হিসাবে গণ্য হইবে **এবং এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী** প্রশাসনিক জরিমানা, টোকেন স্থগিত বা এনআরডিইএক্স সংযোগের সাময়িক বিচ্ছিন্নতা আরোপযোগ্য হইবে; **সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স উইং শুনানি গ্রহণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।**

(ত) সকল মন্ত্রণালয়ের নতুন ডিপিআই প্রোজেক্ট ও ওয়েবসার্ভিসের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সাথে এলাইনমেন্ট নিশ্চিতকরণ ও বিদ্যমান সার্ভিসের ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েশন নিশ্চিতকরণ।

৩২। অন্যান্য উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীর দায়িত্ব।- ধারা (২৩) এর অধীন উপাত্ত জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারী ব্যতীত, ন্যাশনাল রেস্পন্সিবল ডেটা শেয়ারিং হাব অন্যান্য সকল

পঞ্চম অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের আর্থিক বিষয়াদি

৩৩। কর্তৃপক্ষের তহবিল।- (১) কর্তৃপক্ষের "জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন" নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ;

(খ) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোনো দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) এই আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ, ইত্যাদি; এবং

(ঘ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে কর্তৃপক্ষ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধসহ ধারা ৩৪ এর অধীন গঠিত **জাতীয় ডিজিটাল আন্তঃপরিচালন উন্নয়ন তহবিলে ব্যয় করিবার জন্য** প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।-এই ধারায় উল্লিখিত ''তফসিলি ব্যাংক'' অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৪) কোনো অর্থ বৎসরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষের তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে সরকারের নির্দেশ অনুসারে উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

৩৪। জাতীয় ডিজিটাল আন্তঃপরিচালন উন্নয়ন তহবিল।— (১) ধারা ৩৩ এর অধীন গঠিত তহবিল এর অর্থ হইতে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বাংলাদেশে সরকারি–বেসরকারি ডিজিটাল সেবার ডিজিটাইজেশন, আন্তঃপরিচালন (Interoperability) বাস্তবায়ন, এনআরডিইএক্স (NRDEX) ও বিএনডিআইএ (BNDIA) সংযুক্তিকরণ, নিরাপত্তা সনদায়ন ও সক্ষমতা-বৃদ্ধি, ইত্যাদি ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে "জাতীয় ডিজিটাল অন্তঃপরিচালন উন্নয়ন তহবিল" নামে একটি পৃথক তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিলের অর্থ ব্যয়ে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত প্রকল্প প্রস্তাব, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, চিহ্নিত উপকারভোগি, বাস্তবায়নের সময়সীমা, এবং সাফল্য অর্জনের যৌক্তিক সম্ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ উহাতে থাকিতে হইবে।

৩৫। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।- (১) কর্তৃপক্ষ যেকোনো অর্থবছর শুরু হইবার পূর্ববর্তী তিন মাসের মধ্যে প্রথম মাসে সংশ্লিষ্ট বছরে উহার পরিচালন ব্যয় বহন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের যৌক্তিক কারণ প্রয়োজন উহার বরাদ্দ চাহিয়া অর্থ বিভাগ বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

(২) অর্থবিভাগ উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ আর্থিক বরাদ্দ হইতে উহার খাত ওয়ারি খরচ করিতে পারিবে, তবে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাব্দিহিতা নীতি অনুসরণ করিতে হইবে

(৪) কর্তৃপক্ষ প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর উহার আয়-ব্যয়ের বিবরণী অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিবে এবং আর্থিক শৃংখলার সংরক্ষণ ও অনুনমোদিত ব্যয় পরিলক্ষিত হইলে অর্থ বিভাগ উহার ব্যাখ্যা কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ ইহা বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করিবে।

৩৬। হিসাব ও নিরীক্ষা।- (১) কর্তৃপক্ষ উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

৩৭। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।- কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সংস্থা বা দাতা সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৮। প্রতিবেদন, ইত্যাদি।- (১) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তদ্‌কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহার কার্যাবলি বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য, রিটার্ন, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান অথবা অন্য কোনো তথ্য চাহিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রশাসনিক জরিমানা

৩৯। ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষার বিধান লঙ্ঘনে প্রশাসনিক জরিমানা।– (১) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশের ধারা ৩১ এর অধীন ধারা ৩২ বা ৩৩ এ উল্লিখিত কোনো অভিযোগ প্রাপ্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্যতা অনুযায়ী উক্ত ধারাদ্বয়ের বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ধারা ৩৪ এর নির্ধারিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া প্রশাসনিক জরিমানা নির্ধারণ ও আরোপ করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন অভিযোগের গুরুত্ব অনুসারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কী পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪০। এই অধ্যাদেশের বিধান লঙ্ঘনের জন্য প্রশাসনিক জরিমানা।– ধারা ৩৯ এ যাহা বলা হয়েছে তাহা সত্ত্বেও, উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা এই অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত ব্যক্তিগত উপাত্ত বা প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অন্য কোনো তথ্য বা উপাত্তের আন্তঃপরিচালন এর সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো আইনগত দলিলের বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ………… টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৪১। প্রশাসনিক জরিমানা আদায়।- ধারা ৩৯ ও ৪০ এর অধীন নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ প্রবিধানের বিধান অনুসরণে আদায়যোগ্য হইবে।

৪২। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও আদায়।– (১) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৩৫ এর ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারী বা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ বলিয়া প্রমাণিত হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগকারী বা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং ইহা প্রশাসনিক জরিমানার অতিরিক্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আর্থিক লেনদেনে নিয়োজিত MFS এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে প্রদেয় হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর নির্দেশিত মতে ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়ী ব্যক্তি ব্যর্থ হইলে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রবিধানের বিধান অনুসরণে কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনাল দায়ী ব্যক্তির মালিকানাধীন অস্থাবর বা স্থাবর সম্পদ হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

অপরাধ, বিচার ও দণ্ড

৪৩। ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের ও বিচারার্থে গ্রহণ।– (১) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশের ধারা ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ৪১, ৪২ এ বিধৃত বিধানে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত যে কোনো ঘটনার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া উপাত্তধারী ট্রাইব্যুনালের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগের সম্পর্কে যাচাই-বাছাই, প্রয়োজনে অভিযোগকারীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া উক্ত অভিযোগের ভিত্তি রহিয়াছে মর্মে ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হইলে, ট্রাইব্যুনাল উহা বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন, এবং তদন্তের জন্য প্যানেলভুক্ত একজন তদন্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪৪। অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষমতা।- (১) ট্রাইব্যুনালের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী উপাত্তধারীর স্বার্থের পরিপন্থি বা এই অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত কোনো নির্দেশ লঙ্ঘনক্রমে কোনো কার্য করিয়াছে, তাহা হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও, ক্ষেত্রমত, তদন্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত উপ-ধারার অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার জন্য তাহার অধস্তন কোনো যোগ্য কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অধীন এর কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার পর উহার প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করিবেন।

(৪) এই অধ্যাদেশের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার বিস্তারিত পদ্ধতি ও অনুসন্ধান বা তদন্তকারী কর্মকর্তার যোগ্যতা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৫। তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা।– ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ বা এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা-

(ক) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা মজুতকারী যে সকল সরঞ্জামাদি ব্যবহার করিয়া তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করিয়াছেন বা অনিষ্পন্ন রহিয়াছে উহাতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশ ও পরীক্ষাকরণ;

(খ) তদন্তকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্ত অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান;

(গ) মামলা প্রমাণের প্রয়োজনে যে কোনো সরঞ্জামাদি মামলার আলামত হিসাবে তাহার নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ ও ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন; এবং

(ঘ) আন্তঃপরিচালনের বিষয় মামলায় জড়িত থাকিলে উহার সদৃশ বিধানকল্পে বিশেষজ্ঞের সহায়তা চাহিয়া ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন দাখিল।

(২) মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রবিধানের বিধান অনুসরণে তদন্ত প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবেন।

৪৬। তদন্তের সময়সীমা।– (১) তদন্তকারী কর্মকর্তা, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনো অপরাধ তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন না হইলে, তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা তদন্তের সময়সীমা ১৫ (পনের) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন না হইলে উহার কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি ট্রাইবুন্যালের নিকট তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনে উল্লিক্ষিত কারণ যথার্থ বিবেচিত হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তের সময়সীমা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৪৭। তদন্তের প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা।– (১) তদন্তের স্বার্থে এবং ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদন্তকারী কর্মকর্তা, তদন্ত সংশ্লিষ্ট উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা ধারণকারী বা মজুতকারী বা আন্তঃপরিচালনের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্ত জনসম্মুখে প্রকাশ করিবেন না।

৪৮। কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ।– (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, -

(ক) ‘কোম্পানি’ অর্থে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, ‘পরিচালক’ অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪৯। বিকল্প পদ্ধতিতে অভিযোগের নিষ্পত্তি।– (১) যদি কর্তৃপক্ষ কোনো অভিযোগ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে সমাধানযোগ্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং পক্ষগণ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মধ্যস্থতাকারী(গণ) নিয়োগের মাধ্যমে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবে।-

(২) এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে দায়েরকৃত সকল ফৌজদারি মামলা আপোষযোগ্য হইবে এবং কোন মামলা ট্রাইবুনালে অথবা আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থগিত থাকিলে, সেই ক্ষেত্রে মামলার বিষয়ে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য পক্ষগণকে অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

৫০। সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধান লঙ্ঘনের প্রতিকার।– (১) সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন), বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান, অথবা সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য প্রযোজ্য হয় এইরূপ অন্য কোনো আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, মজুত বা ধারণ বা হস্তান্তর বা প্রকাশ বা স্থানান্তরকালে উপাত্তধারীর অধিকার লঙ্ঘিত (violation) হয়, এইরূপ কোনো কর্ম সম্পাদনে জড়িত সরকারি কর্মচারী এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন প্রশাসনিক জরিমানা, এবং তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে চ্যুতি (breach) ঘটিলে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন।

(২) যে কোনো সংবিধিবদ্ধ বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধি, উপ-বিধি, প্রবিধান, বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো ডকুমেন্টে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, মজুত বা ধারণ বা হস্তান্তর বা প্রকাশ বা স্থানান্তরকালে উপাত্তধারীর অধিকার লঙ্ঘিত (violation) হয়, এইরূপ কোনো কর্ম সম্পাদনে জড়িত সংবিধিবদ্ধ বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন প্রশাসনিক জরিমানা, এবং তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে চ্যুতি (breach) ঘটিলে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন বর্ণিত লঙ্ঘন বা চ্যুতির বিষয় উত্থাপিত হইলে যে কর্মচারী উহার সহিত জড়িত, বা যাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলাজনিত উক্ত লঙ্ঘন বা অসদুদ্দেশ্যে চ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে তিনি যে পর্যায়ের কর্মচারীই হউন না কেন, তাহাকে দায়ী করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী সরকার বিধি, বা কর্তৃপক্ষ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫১। জামিন সংক্রান্ত বিধান।– ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ বা এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে, তবে জামিন শুনানিকালে ট্রাইব্যুনাল ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিবার স্বার্থে জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৫২। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রযোজ্যতা।- অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও আপিলের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশে যাহা বলা হইয়াছে প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার অতিরিক্ত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। বিচারের সময়সীমা।– (১) ট্রাইব্যুনাল তদন্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনাল, এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির আধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণ করিবেন।

(৩) ট্রাইব্যুনাল, ন্যয়বিচারের সাথে প্রয়োজনীয় না হইলে, এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া, কোনো মামলার বিচার কার্য স্থগিত করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোনো মামলায় ট্রাইব্যুনালের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারের দায় এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন এবং তাহাকে গ্রেফতার করিয়া বিচারের জন্য উপস্থিত করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অনুরূপ ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিয়া বহুল প্রচারিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিকে এবং একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বিজ্ঞপ্তির সময়সীমার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির না হইলে সময় অতিক্রান্ত হইবার পর তাহার অনুপস্থিতিতেই বিচার কার্য সম্পন্ন করা যাইবে।

৫৪। দায়রা আদালতের ক্ষমতা।– ট্রাইব্যুনাল, আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, এবং এই অধ্যাদেশে যেই সকল বিষয় অনুল্লিখিত কিন্তু বিচার সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেই সকল ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে।

৫৫। পাবলিক প্রসিকিউটর।– ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫৬। রায় প্রদানের সময়সীমা ও রায়ের কপি।– (১) ট্রাইব্যুনালের বিচারক, সাক্ষ্য অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যুক্তিতর্ক সমাপ্ত হইবার তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে রায় প্রদান করিবেন, যদি না তিনি লিখিতিভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৭ (সাত) দিন বৃদ্ধি করেন।

(২) ট্রাইব্যুনাল রায় প্রদানকালে মামলা সংশ্লিষ্ট মূল পক্ষগণকে প্রবিধানের বিধান অনুসরণে একটি করিয়া রায়ের কপি প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ কপি অবিকল সত্যায়িত নকল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত কপি ট্রাইব্যুনালের রায়ের সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে বা মামলা সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষগণ তাহাদের প্রয়োজন মাফিক প্রতিকার চাহিতে পারিবেন।

৫৭। আপিল দায়ের সময়সীমা।– ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রায় প্রদান এবং রায়ের কপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করিতে হইবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৮৩ অনুসরণে আপীল নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৫৮। জনসেবক।- কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং তাহার অধঃস্তন কর্মচারীগণ এই আইনের অধীন Penal Code, 1860 এর section 21 এ "public servant (জনসেবক)" অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫৯। দায়মুক্তি/সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম রক্ষণ- এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্য বা কার্য করিবার উদ্যোগের জন্য কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো আইনে ফৌজদারি মামলা দায়ের বা অন্য কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৬০। অসুবিধা দূরীকরণ/জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।- এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, লিখিত আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্হা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– (১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধানের অন্তর্ভুক্ত নয় এইরূপ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) সরকার, বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উহার উপর অংশীজন বা জনসাধারণের মতামত চাহিয়া ৩০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া খসড়াটি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে অংশীজন ও জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনাপূর্বক বিধিমালার খসড়াটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক সরকারের অনুমোদনক্রমে উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৬২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– (১) কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত নয় এইরূপ যে কোনো বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উহার উপর অংশীজন বা জনসাধারণের মতামত চাহিয়া ৩০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া খসড়াটি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে অংশীজন ও জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনাপূর্বক প্রবিধানমালার খসড়াটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৬৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তারিখ: রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।